১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

মানুষের কল্যাণে...

এক এক করে ১৩টি বছর করেছি পার
বিস্তৃত হয়েছে সমৃদ্ধি,
প্রত্যাশা আর সম্ভাবনার দ্বার

দীর্ঘ পথ চলায়, অনুপ্রেরণায়, সহযোগীতায়, সফলতায় আপনারা...
আমাদের সকল গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই
আন্তরিক অভিনন্দন

বিডিআর বিদ্রোহে শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারকে ৪র্থ বছরের মত সহায়তা প্রদান

২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় বিডিআর সদর দপ্তরে সংঘটিত হয় মর্মান্তিক বিডিআর বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে শহীদ হন একজন বিডিআর কর্মকর্তাসহ ৫৮ জন মেধাবী সেনা কর্মকর্তা। শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের অসহায় পরিবারের সহায়তায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস এর নেতৃত্বে এগিয়ে আসে এক্সিম ব্যাংক। এ সকল পরিবারের মধ্য থেকে ৮ টি পরিবারের দায়িত্ব নেয় এক্সিম ব্যাংক। তারই অংশ হিসেবে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও পরিবারগুলোকে এক্সিম ব্যাংক বার্ষিক এককালীন ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা করে সর্বমোট ৩৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা প্রদান করেছে। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ গণভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে পরিবারগুলোর কাছে চেক হস্তান্তর করেন এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার।

স্পেশাল অলিম্পিক গেমস্ এর সহযোগী এক্সিম ব্যাংক

ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে গত ২২ মে ২০১২ শুরু হয় তিন দিন ব্যাপী স্পেশাল অলিম্পিক গেমস্ এর প্রথম সাউথ এশিয়ান ফাইভ-এ-সাইড ফুটবল টুর্নামেন্ট। আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানজনক এই প্রতিযোগিতা এবার বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো। এক্সিম ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড (এক্সিম ব্যাংক) ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার। স্পেশাল অলিম্পিক গেমস্রের এই আসরে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, নেপাল ও শ্রীলংকা অংশগ্রহণ করে।

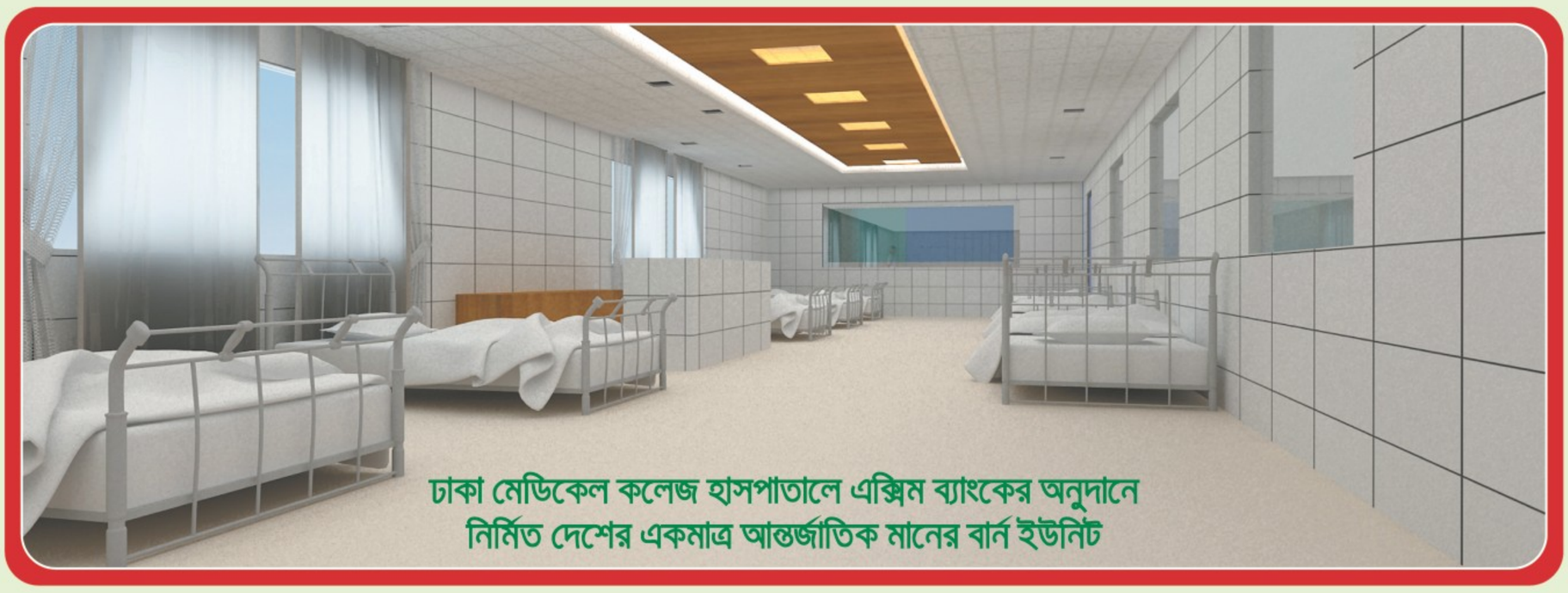

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক্সিম ব্যাংকের অনুদানে নির্মিত দেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের বার্ন ইউনিট

মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার **'চিকিৎসা'**। চিকিৎসা সেবার উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের যুগোপযোগী নানাবিধ কার্যক্রম সত্ত্বেও অগ্নিদগ্ধ রোগীদের সুচিকিৎসায় দেশে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধাসহ বিশেষায়িত কোন চিকিৎসা কেন্দ্র এখনও গড়ে ওঠেনি। সারা দেশের অগ্নিদগ্ধ রোগীদের একমাত্র ভরসার স্থান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের **'বার্ন ইউনিট'**-টিও রয়ে গেছে আধুনিকতার স্পর্শের বাইরে। দীর্ঘ ব্যবহারে জরাজীর্ণ এবং পুরান যন্ত্রপাতি দিয়েই চলছে এ ইউনিটের রোগীদের চিকিৎসা সেবা। এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে এক্সিম ব্যাংক। দেশের মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে **এক্সিম ব্যাংক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটকে** সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসাসুবিধা সম্বলিত আন্তর্জাতিকমানের চিকিৎসা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছে। অত্যাধুনিক এই কেন্দ্র শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। এই কেন্দ্রে থাকবে আইসিইউ, হাই এফিসিয়েন্সি এয়ার ফিল্টার (হেপা ফিল্টার), মাল্টি প্যারামিটার পেশেন্ট মনিটর, আর্টিয়াল ব্লাড গ্যাস এনালাইজার, পোর্টেবল ডিজিটাল এক্স-রে, পোর্টেবল আল্ট্রা সাউন্ড মেশিন, ১২ লিড ইসিজি মেশিন, সিনার্জি পাম্প, ডায়ালাইসিস ইউনিট।

বিশিষ্ট আইনজীবী খোরশেদ আলমের পরিবারকে সহায়তা

পেশাগত দায়িত্ব পালনে অবিচল সততার প্রতিদান নিজের জীবনের বিনিময়ে দিয়েছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী খোরশেদ আলম বাচ্চু। ২০০৪ সালে দুর্বৃত্তের হাতে তিনি নিহত হন। কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে এক্সিম ব্যাংক তার বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় আইনজীবী খোরশেদ আলম বাচ্চুর অসহায় সন্তানদের শিক্ষাজীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করে। এ উপলক্ষে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খোরশেদ আলম বাচ্চুর সন্তানদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার।

সম্পূর্ণ শিক্ষা জীবনের জন্য এক্সিম ব্যাংকের এক অনন্য বৃত্তি প্রকল্প

শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে স্বপ্ন পূরণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সব কিছুই সরবরাহ করে থাকে। আমাদের দেশে সামগ্রিক উন্নয়নের পথে দারিদ্র্য একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা। এই প্রতিবন্ধকতাকে পাশ কাটিয়ে সার্বজনীন সুশিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কেবল দক্ষ জনশক্তি গঠন করা যেতে পারে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মজবুত ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। আমাদের দারিদ্র্যপীড়িত দেশের সবাইকে উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগদানের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের যথাযথ ও সময়োচিত পৃষ্ঠপোষকতা। এ চিন্তা চেতনা থেকেই গড়ে উঠেছে এক্সিম ব্যাংক বৃত্তি প্রকল্প। প্রকল্পটি ২০০৬ সালে ঢাকা অঞ্চলের ৬১ জন ছাত্র ছাত্রীকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, কালের পরিক্রমায় আজ ২০১২ সালে সেই প্রকল্পভূক্ত হয়েছে সবকয়টি মহানগর ও ৬৪টি জেলার অন্তর্ভূক্ত খ্যাতনামা ৩৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ২১১০ জন ছাত্র ছাত্রী এবং প্রায় ২০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে কর্জ-ই-হাসানাহ বা মুনাফাবিহীন শিক্ষা সহায়ক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

বৈদেশিক বৃত্তি সুবিধাঃ এক্সিম ব্যাংক বৃত্তি সুবিধা শুধু দেশের ভেতরেই নয়, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ বিশ্বের বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে দেশের কৃতি শিক্ষার্থীদেরও বৃত্তি প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে এক্সিম ব্যাংক বৃত্তি প্রকল্পের অর্ন্তভূক্ত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্য থেকে ৪০ জন কৃতিত্বের সাথে তাদের শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে। তাদের অনেকে বিবিএস ক্যাডার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যাংকার, গবেষকসহ নানাবিধ সম্মানজনক পেশায় আত্মনিয়োগ করেছে। এক্সিম ব্যাংক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে এই সকল ছাত্র ছাত্রী তাদের কর্মজীবনেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আলোকিত মানুষ চাই উদ্যোগের অংশীদার

'আলোকিত মানুষ চাই' শ্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র দেশব্যাপী জ্ঞানের আলো জ্বেলে যাচ্ছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র দ্বারা পরিচালিত দেশের ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ লক্ষ শিক্ষার্থীসহ প্রায় অর্ধ শতাধিক ভ্রাম্যমান লাইব্রেরির মাধ্যমে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়ার কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করলো এক্সিম ব্যাংক। এরই অংশ হিসেবে গত ৫ ডিসেম্বর ২০১১ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এর নিকট আর্থিক সহযোগিতার স্মারক হিসেবে ২৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন।

এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এক্সিম ব্যাংক। যেমন, গাজীপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে সম্প্রতি একটি মাইক্রোবাস দিয়েছে এক্সিম ব্যাংক এবং অটিস্টিক শিশুদের সুস্থ ও সুন্দর জীবন গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত স্কুল 'প্রয়াস'কে বিগত বছর গুলোতে থেরাপি রুম, আউট ডোর প্লে স্টেশন, মাইক্রোবাস এবং এই বছরে ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করে। পাশাপাশি ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিনকে সংবর্ধনা দিয়েছে এক্সিম ব্যাংক। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ গুলশানে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এই সংবর্ধনার সঙ্গে জনাব মতিনকে ৫ লক্ষ টাকাও প্রদান করা হয়। এছাড়াও ৩ ডিসেম্বর ২০১১ আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালে ১০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়।

এক্সিম ব্যাংক এর আর্থিক কাঠামো (এক নজরে)

প্রতিষ্ঠা	: ৩ আগস্ট ১৯৯৯
৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত (অনিরীক্ষিত হিসাব) মিলিয়ন	
পরিশোধিত মূলধন	: ৯২২৩.৫৬ মিলিয়ন
মোট মূলধন	: ১৬৭৬৪.১৩ মিলিয়ন
মোট আমানত	: ১২৪৭৮৮.৫০ মিলিয়ন
মোট বিনিয়োগ	: ১১০১৩৬.০৫ মিলিয়ন
দীর্ঘ মেয়াদী রেটিং	: AA- (হাই সেফটি)
স্বল্প মেয়াদী রেটিং	: ST-2 (হাই গ্রেড)
মোট শাখা	: ৬৩টি
মোট শেয়ার হোল্ডার (৩১/১২/২০১১)	: ১২৬৬৮১ জন

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে এক কোটি টাকা আর্থিক অনুদান

আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র সহযোগী হতে সোসাইটিকে এক কোটি টাকা প্রদান করেছে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১২ গুলশানে এক্সিম ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই টাকা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি এক্সিম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদারের হাত থেকে এক কোটি টাকার চেক গ্রহণ করেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান এবং জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব এম এস আকবর।

EXIM BANK

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড

শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

www.eximbankbd.com

saraad/eximbank/2012